যায়যায়দিন

তারিখ ... 15 SEP 2008
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

রামেকে ছাত্রলীগের সংবাদ সম্মেলন

প্রিন্সিপালের অপসারণসহ ৭ দফা না মানলে ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে

রাজশাহী অফিস

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের (রামেক) প্রিন্সিপাল, হোস্টেল সুপার, সহকারী হোস্টেল সুপারের অপসারণসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছে ছাত্রলীগ। অন্যথায় তারা ক্যাম্পাস অচল করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে রামেকের পিংকু হোস্টেলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ করার পর গতকাল সকালে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে রামেক শাখা ছাত্রলীগ সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রামেক শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি দেওয়ান মো. মেহেদী হাসান তমাল, সেক্রেটারি মাহবুব হাসান বাপ্পী, সহসভাপতি রাজিউল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল খুরশিদ জয়তু, সাংগঠনিক সম্পাদক অশোক কুমার ও শাহ আলম সিদ্দিকী লালন, ক্রীড়া সম্পাদক এ কে এম আনিসুর রহমান বাবলু, মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি আবদুল মমিন মহানগর ছাত্রলীগ সেক্রেটারি জেড সরকার প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ্য করা সাত দফার অন্যগুলো হলো, দোষী ছাত্রদল ক্যাডারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের চক্রান্তমূলক হয়রানি না করা, অভিযুক্ত ছাত্রদল ক্যাডারদের ছাত্রত্ব বাতিল, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, অবিলম্বে ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে হওয়া মামলা প্রত্যাহার করা। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলা হয়, পিংকু হোস্টেলের ২০৫ নম্বর কক্ষের শূন্য সিটটি ছাত্রলীগের একজন কর্মীরই ছিল। সে চলে যাওয়ার পর সেটিতে নিয়ম অনুযায়ী রামেক শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল খুরশীদ জয়তুকে উঠিয়ে দিতে চাইলে ছাত্রদল ক্যাডাররা তাতে বাধা দেয় প্রশাসনের সহযোগিতায়। এ ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগের অনেক কক্ষে ভাংচুর ও লুটপাট চালায় ছাত্রদল।

হামলায় তাদের অনেক নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়। সংবাদ সম্মেলনে আরো অভিযোগ করা হয়, ছাত্রদল নিজেরাই পরিকল্পিতভাবে প্রশাসনের সহযোগিতায় হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা করে। তারা অবিলম্বে ওই মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে দোষী ছাত্রদল ক্যাডারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সিট দখলকে কেন্দ্র করে রামেকের পিংকু হোস্টেলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় শুক্রবার একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি মিটিং ডেকে ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। সংঘর্ষে দুই দলের অন্তত ২০ নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের ৮/১০ জনকে আসামি করে ছাত্রদল রাজপাড়া থানায় একটি মামলা করে। ছাত্রলীগও পাল্টা মামলা করে। এতে রামেক ছাত্রদলের সভাপতি রাজু, সেক্রেটারি রিজভীসহ ২৩ জনকে আসামি করা হয়। এ পর্যন্ত দুই মামলায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে থানা পুলিশ জানিয়েছে।